"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে, সেইজন্য ভিতরে কোনো প্রকারের ফ্ল' (ত্রুটি) থাকা উচিত নয়, নিজেকে নিরীক্ষণ করে দুর্বলতা গুলি দূর করতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ অবস্থাকে তৈরী করাতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়? এর জন্য পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - এই চোখের দ্বারা দেখার মতো কোন জিনিসই যেন সামনে না আসে। দেখেও দেখো না। দেহতে থেকে দেহী-অভিমানী থাকো। এই অবস্থা তৈরী করতে টাইম লাগে। বুদ্ধিতে বাবা আর পরমধাম গৃহ ছাড়া কোনো বস্তু যেন স্মরণে না আসে, এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়। নিজের চার্ট রাখতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চারা এটা তো জানে যে আমরা নিজেদের দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি, এতে রাজাও আছে আবার প্রজাও আছে। পুরুষার্থ তো সবাই করে, যারা বেশী পুরুষার্থ করে, তারা বেশী প্রাইজ নেয়। এটা তো হলো একটা কমন ল'। এটা কোনো নতুন কথা নয় । একে দৈবী বাগান বলো বা রাজধানী বলো। এখন এটা হলো কলিযুগী বাগিচা বা কাঁটার জঙ্গল। বাগানে যেমন কোনোটা অনেক ফল দেওয়ার মতো বৃক্ষ হয়, কোনটা বা কম ফল দেওয়ার মতো হয়। কোনটা স্বল্প রস যুক্ত আম হয়, কোনটা বা অন্যরকম। ফুল-ফলের এইরকম বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। সেই রকমই বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে হয়। কেউ খুব ভালো ফল দেয়, কেউ সামান্য ফল দেয়। বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। এটা হলো ফল দিতে সক্ষম এমন বাগান। পূর্ব কল্পের মতোই এই দৈবী বৃক্ষ স্থাপনার কাজ চলছে বা ফুলের বাগানের স্থাপনা হচ্ছে। ধীরে ধীরে মিষ্টি সুগন্ধিও হয়ে উঠছে - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সব তো ভ্যারাইটি। বাবার কাছেও আসে, বাবার মুখ দেখার জন্য । এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলছেন। বাচ্চারা অবশ্যই এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের মালিক করে তুলছেন। মালিক হওয়ার জন্য খুশীও অনেক হয়। জাগতিক মালিকানায় দুঃখ আছে, এই খেলাই সুখ আর দুঃখের সাথে তৈরী হয়ে আছে আর এটা ভারতবাসীদেরই জন্য। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন প্রথমে তো নিজের ঘর সংসারকে সামলাও। ধনী ব্যক্তির কিম্বা বাড়ীর মালিকের তো বাড়ীর জন্য চিন্তা থাকে। তবে বাবাও বসে একেক জন বাচ্চাকে দেখতে থাকেন যে, তার মধ্যে কি কি গুণ আছে আর কি কি অবগুণ আছে? বাচ্চারা নিজেরাও জানে। বাবা যদি বলেন যে বাচ্চারা, তোমরা সবাই নিজেদের ত্রুটি কি তা নিজেরাই লিখে নিয়ে আসো তো শীঘ্রই লিখতে পারবে। আমি নিজের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বলে মনে করছি? কোনো না কোনো ত্রুটি তো অবশ্যই আছে। কেউই তো এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। হ্যাঁ, হতে হবে অবশ্যই। প্রতি কল্পে যে হয়েছে এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এই সময় ত্রুটি রয়েছে । আর সে সব বাবাকে বললে তিনিই এই প্রসঙ্গে (ত্রুটিমুক্ত হতে) বোঝাবেন। এই সময় অনেক ত্রুটি আছে। মুখ্য ত্রুটি গুলি হয়ই দেহ-অভিমানের কারণে। আবার সেটা অনেক হয়রান করে। স্থিতিকে এগোতে দেয় না, সেইজন্য এখন সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এই শরীরও এখন ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে। দৈবী গুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। কর্মাতীত অবস্থায় যাওয়ার অর্থও তো বাবা বোঝাচ্ছেন। কর্মাতীত হয়ে গৃহে ফিরে যেতে গেলে কোনো ফ্ল'-ই যেন না থাকে, কারণ তোমরা তো হীরেতে পরিণত হচ্ছো। আমাদের মধ্যে কি কি ফ্ল' (খাদ) আছে! এটা তো প্রত্যেকেই জানে, কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। হীরের মতো জড় পদার্থে ফ্ল' হলে সে কি আর বের করা যায়! তোমরা হলে চৈতন্য, তোমরা এই ফ্ল' থেকে মুক্ত হতে পারো। তোমরা কড়ির থেকে হীরের মতো হয়ে ওঠো। তোমরা নিজেদের ভালো ভাবেই জানো। সার্জন প্রশ্ন করছেন তোমার এমন কোন্ ত্রুটি রয়েছে যা তোমাকে আটকে দিচ্ছে, সামনে এগোতে দিচ্ছে না? ত্রুটি গুলি তো শেষে তৈরী হয়। এসব এখন সরিয়ে দিতে হবে। যদি ত্রুটি মুক্ত না হয় তবে হীরের ভ্যালু কম হয়ে যায়। ইনিও একজন খুব চতুর জহুরি। সারাটি জীবন এই চোখে শুধু হীরেই দেখেছেন। এরকম মণিকার (জহুরি) কেউই নেই, যার কিনা এতো হীরে পরীক্ষা করার আগ্রহ রয়েছে । তোমরাও হীরেতে পরিণত হচ্ছো। জানো যে কোনো না কোনো ত্রুটি অবশ্যই আছে। সম্পূর্ণ তৈরী হওনি। চৈতন্য হওয়ার কারণে তোমরা পুরুষার্থের দ্বারা ফ্ল' সমাপ্ত করে দিতে পারো। হীরের মতো তো অবশ্যই হতে হবে, আর তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে।

বাবা বলেন তোমাদের অবস্থা এইরকম অবিচল যেন হয় যে, শরীর ছাড়ার সময় শেষে কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এটা তো ক্লীয়ার। বন্ধু-স্বজন ইত্যাদি সবাইকে ভুলতে হবে। সম্বন্ধ রাখতে হবে এক বাবার সাথেই। এখন তোমরা হীরে তৈরী

হচ্ছো। এ হলো রত্ন-সামগ্রীর দোকান। তোমরা প্রত্যেকে হলে এক একজন মণিকার। এই কথা দ্বিতীয় আর কেউ জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো - প্রত্যেকের হৃদয়ে আছে, আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি - পুরুষার্থ অনুসারে। যারি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছে, তারা অবশ্যই পুরুষার্থ করেছে। তারা তো তোমাদের মধ্যেই কেউ। বাচ্চারা, তোমাদেরই এতো পুরুষার্থ করতে হবে, সেইজন্য বাবা প্রতিটি বাচ্চাকে দেখতে থাকেন। যেরকম অনেক ফুল দেখা হয় - এটা কেমন সুগন্ধি ফুল! ওটা কেমন! এছাড়া এদের মধ্যে কি ক্ল' (খুঁত) আছে? কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। চৈতন্য হীরে জানতে পারে যে আমার মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে, যা কি না বাবার সাথে আমাদের বুদ্ধি যোগ ভঙ্গ করে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বাবা তো বলেন বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো। দ্বিতীয় কোনো স্মরণ যেন না আসে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যারা তৈরী হয়ে সার্ভিস করার জন্য বেরিয়ে ছিল, তাদের দ্বারা ভাট্টি তৈরী হয়েছিল। দেখা যায় যারা পুরানো তারা ভালো সার্ভিস করছে। নতুনদের মধ্যেও কেউ কেউ এড হতে থাকে। পুরানোদের ভাট্টি হতো। যদিও পুরানো কিন্তু তাও ত্রুটি অবশ্যই আছে। প্রত্যেকেই নিজের মন থেকে বুঝতে পারে যে বাবা যে অবস্থা তৈরী করার কথা বলছেন সেটা এখনও তৈরী হয়নি। এইম অবজেক্ট তো বাবা বোঝাচ্ছেন। সব থেকে বেশী খাদ হলো দেহ-অভিমানের, তখনই দেহের প্রতি বুদ্ধি চলে যায়। দেহতে থেকেও দেহী-অভিমানী হতে হবে। এই চোখ দিয়ে দেখার মতো কোনো জিনিসই যেন সামনে না আসে, এইরকম স্থিতি গড়ে তুলতে হবে। (((আমাদের বুদ্ধিতে এক বাবা আর শান্তিধাম ব্যতীত কোন বস্তুই যেন স্মরণে না আসে। কিছুই সাথে নিয়ে যাবে না। সর্বপ্রথম আমরা নতুন সম্বন্ধে আসি। এখন হলো পুরোনো সম্বন্ধ। পুরোনো সম্বন্ধের এতোটুকুও যেন স্মরণে না আসে। মহিমাও আছে অন্তিম কালে যে নারীকে স্মরণ করে (পরের জন্মে তবে বেশ্যা হতে হবে)... এটা এখনকার কথা। গান কলিযুগী মানুষেরা বানিয়েছে। কিন্তু বুঝতে তো আর পারেনি। আসল কথা বাবা বোঝাচ্ছেন- এক বাবা ব্যাতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। এক বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়ে যাবে আর পবিত্র হীরে হবে। কোনো কোনো পাথর তো খুবই ভ্যালুয়েবেল হয়। মাণিকও ভ্যালুয়েবেল হয়। বাবা নিজের থেকেও বাচ্চাদের ভ্যালু উঁচু করতে থাকেন। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়, বাবা বলেন অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে দেখো- আমাদের মধ্যে কি ত্রুটি আছে? কতোটা দেহ-অভিমান আছে? পুরুষার্থের জন্য বাবা বিভিন্ন যুক্তি সমূহ বোঝাতে থাকেন। যতটা হয় একের স্মরণে থাকো। যতো প্রিয়ই হোক, সুন্দর বাচ্চারা খুব লাভলী হোক, তাও যেন কারোর স্মরণ না আসে। এখানকার কোন জিনিসই যেন স্মরণে না আসে। কোনো কোনো বাচ্চাদের খুব মোহো থাকে। বাবা বলেন তাদের সবার প্রতি মমত্ববোধ সরিয়ে দিয়ে একের স্মরণে থাকো। এক লাভলী বাবার সাথেই যোগ রাখতে হবে। তাঁর থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। যোগের দ্বারাই তোমরা ভালোবাসার যোগ্য(লাভলী) হও। লাভলী আত্মা হয়ে ওঠো। বাবা তো হলেন মনোহর (লাভলী) বিশুদ্ধ(পিওর)। আত্মাকে লাভলী পিওর তৈরী করার জন্য বাবা বলেন- বাচ্চারা, যতো আমাকে স্মরণ করবে তোমরা অপরিসীম লাভলী হয়ে উঠবে। তোমরা এতো লাভলী হয়ে ওঠো যে তোমাদের অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের কে এখনও পূজো করা হয়। খুব লাভলী হও না! অর্ধ কল্প তোমরা রাজ্য করো আর তারপর অর্ধ-কল্প তোমারই পূজ্য হও। তোমরা নিজেরাই পূজারী হয়ে নিজেদের চিত্রকে পূজা করো। তোমরা সব থেকে লাভলী হবে, কিন্তু যখন লাভলী বাবা কে ভালো করে স্মরণ করবে, তখনই লাভলী হবে। এক বাবা ব্যাতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। তবে নিজেকে নিরীক্ষণ করো যে বাবাকে অনেক ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি তো? বাবার স্মরণে প্রেমের অশ্রু এসে যায়। বাবা, আমার তো আপনি ব্যাতীত দ্বিতীয় কেউ নেই। আর কাউকে স্মরণে আসে না, মায়ার ঝড় যেন না আসে। ঝড় তো অনেক আসে। নিজের উপর অনেক নিরীক্ষণ করতে হবে। আমাদের লভ্ বাবা ব্যতীত আর কোনো দিকে যাচ্ছে না তো? যতই অনেক সুন্দর জিনিস হোক, তাও এক বাবাকেই স্মরণে আসে। তোমরা সকলে একজন প্রিয়তমর প্রিয়তমা হয়ে ওঠ। প্রিয়তম-প্রিয়তমা যারা হবে, একবার একে অপরকে দেখলো তো, ব্যস্! বিবাহ ইত্যাদি করে না, পৃথক থাকে। কিন্তু একে অপরের স্মরণ বুদ্ধিতে রাখে। এখন তোমরা জানো আমরা সবাই একজন প্রিয়তমরই প্রিয়তমা। সেই প্রিয়তমকে তোমরা ভক্তি মার্গেও অনেক স্মরণ করতে। এখানেও তোমাদের খুবই স্মরণ করতে হবে, যখন তিনি সম্মুখে আছেন। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের জীবন তরণী পার হয়ে যাবে, এতে কোনো সংশয় নেই। ভগবানের সাথে মিলনের জন্য সবাই ভক্তি করে।

এখানে কোনো কোনো বাচ্চারা তো দধিচীর মতো সার্ভিস করে। সার্ভিসের জন্য যেন একদম ফুটতে থাকে। খুবই পরিশ্রম করে। তোমরা এটাও জানো যে বড় মানুষেরা এতো বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না। কেউ বুঝে নিয়ে যোগ্য হয়ে ওঠে, তবে বাবার সম্মুখে আসে। তোমরা মনে করো এ লায়েক হলো কি না। তাদের দৃষ্টি তো তোমাদের মতো বাচ্চাদের সাথে মিলে যায়, বাচ্চারা, সুসজ্জিত তো তোমরাই করেছ। যারাই এখানে এসেছে, তাদের সকলকে তোমরা এই বাচ্চারা সুসজ্জিত করেছ। বাবা তোমাদের করিয়েছেন। যাতে নিজের থেকেও অপরকে ভালো করতে পারা যায়। সবার তো নিজের নিজের ভাগ্য না! কেউ কেউ বোঝার লোক, যারা বোঝাচ্ছে তাদের থেকেও তীক্ষ্ম হয়ে

যায়। মনে করে এর থেকেও আমি ভালো বোঝাতে পারি। বোঝানোর নেশা উঠে গেলে তো সেটা আবার বের হয়ে যায়। বাপদাদা দুজনেরই হৃদয়ে আসীন হন। অনেক নতুন নতুন আছে, যারা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ম। কাঁটা থেকে ভালো ফুল হয়ে পড়ে আছে। সেইজন্য বাবা একেক জনকে বসে দেখছেন- এদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে? এই দুর্বলতা এদের থেকে যদি সরে যায় খুব ভালো সার্ভিস করবে। বাবা যে বাগানের মালিক। মন চায় - উঠে গিয়ে পিছনে গিয়ে দেখি কারণ পিছনে গিয়েও অনেকে বসে। ভালো ভালো মহারথীদের তো সামনে বসা উচিত। এতে কারোর মর্মাহত হওয়ার ব্যাপারই নেই। যদি মর্মাহত হয় বা মুখ গোমড়া করে তো নিজের ভাগ্যের প্রতি মুখ গোমড়া করবে। সামনে ফুলেদের দেখতে থাকায় অপার খুশী হতে থাকে। এ খুবই ভালো, এর মধ্যে অল্পবিস্তর ডিফেক্ট আছে। এ খুব ভালো পরিচ্ছন্ন। এর ভিতরে কোনো মরচে জমে পড়ে আছে। তো সেই সমস্ত নোংরা বের করে দিতে হবে। বাবার মতো প্রেম কেউ করে না। স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি লভ্ থাকে যে। কিন্তু তার স্বামী তাকে অতো ভালোবাসে না, সে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্ত্রী করে নেয়। স্ত্রীর স্বামী গেল তো,ব্যস্ - হায় হুসেন, হায় হুসেন করতে থাকে (বুক চাপড়াতে থাকে)। পুরুষের তো যেন এক জুতো গেল তো আর একটা নিয়ে এলো। শরীরকে জুতো বলে। শিববাবারও তো লং বুট। বাচ্চারা,তোমরা এখন মনে করো আমরা বাবাকে স্মরণ করবো, ফার্স্টক্লাস হবো। কেউ কেউ ফ্যাশানেবেল হয় তো জুতো জোড়াও ৪-৫ টা থাকে। নইলে তো আত্মার জুতো এক। পায়ের জুতোও এক জোড়াই হওয়া চাই। কিন্তু ফ্যাশন হয়ে গেছে।

তোমরা এখন মনে করো বাবার থেকে আমরা কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা ঐ প্যারাডাইসের মালিক হতে চলেছি। হেভেনকে বলা হয় ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। অবশ্যই হেভেনলী গড ফাদারই হেভেন স্থাপনা করবে। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালে শ্রীমতের আধারে নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছো। এখানে তো কতো বড় বড় মহল তৈরী করে। এই সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে কি করবে! হৃদয়ে আসা দরকার, এখানে তো আমাদের কাছে কিছুই নেই। তেমন যদিও বা বাইরে ঘর- গৃহস্থে থাকে- এটাও বোঝে, সব কিছু বাবার, আমাদের কাছে তো কিছু নেই, আমরা হলাম ট্রাস্টি। ট্রাস্টি নিজের কাছে কিছুই রাখে না। বাবা-ই হলেন মালিক। এই সব কিছু বাবার। গৃহে থেকেও ঐরকমই মনে করো। বিত্তশালীদের বুদ্ধিতে এই ব্যাপারটা আসে না। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে থাকো। যা কিছুই করো না কেন বাবার ইশারা দিতে থাকো। লেখে যে বাবা বাড়ী তৈরী করব? বাবা বলেন যদি বানাও, ট্রাস্টি হয়ে থাকো। বাবা বসে আছেন যে। বাবা গেলে তো সবাই এক সাথে আপন গৃহে যাবে। আবার তোমরা চলে যাবে নিজেদের রাজধানীতে। আমাকে আবার প্রতি কল্পে আসতে হবে পবিত্র করতে। নিজের সময় অনুযায়ী আসি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সব কিছুর থেকে মমত্ব সরিয়ে এক লাভলী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে নিজের দুর্বলতাকে নিরীক্ষণ করে সরিয়ে দিতে হবে। ভ্যালুয়েবেল হীরে হতে হবে।

২) যেরকম বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুসজ্জিত করেছেন, সেইরকম সকলকে সুসজ্জিত করতে হবে। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবাতে নিযুক্ত হতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতার পাঠের দ্বারা আত্মিক রয়্যাল্টিতে থাকা সম্পূর্ণ পবিত্র ভব

এই ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতার পাঠ পাক্কা করে পিউরিটির রয়্যালটিকে ধারণ করে নাও তো সমগ্র কল্পে এই আত্মিক রয়্যাল্টি চলতে থাকবে। তোমাদের আত্মিক রয়্যাল্টি আর পিউরিটির ঝলক হলো পরমধামের সকল আত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিকালে দেবতা স্বরূপেও এই পার্সোনালিটি বিশেষ ছিল, পুনরায় মধ্যকালেও তোমাদের চিত্রের বিধিপূর্বক পূজা হয়। এই সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো পিউরিটির রয়্যাল্টি। সেইজন্য যতদিন ব্রাহ্মণ জীবনে জীবিত থাকবে ততদিন সম্পূর্ণ পবিত্র থাকতেই হবে

স্লোগানঃ- তোমরা সহনশীলতার দেব আর দেবী হও, তাহলে যারা গালী দিত তারাও এসে আলিঙ্গণ করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;